মাধবী

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মিত্র।

কলিকাতা

৮নং কলেজ স্কোয়ার, চেরি প্রেসে,
শ্রীতুলসীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

কবিগুরু

পূজার্হ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মহাশয়ের

শ্রীচরণে

উৎসর্গ করিলাম।

খান্না বর্দ্ধমান,
ফাল্গুন, ১৩০৮ সাল।

বিনীত ভক্ত,
তারাপ্রসন্ন।

প্রকাশকের নিবেদন।

মাধবী প্রকাশিত হইল। যে সকল মনুষ্য দুর্ভাগ্য বশতঃ জীবনের প্রারম্ভে নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি সহ্য করিয়া আসিয়াছে তাহাদের মর্ম্মমধ্যে এক অবসাদের ভাব স্থান লভিলে যেমন তাহার আভাস পাওয়া যায় ললাটের প্রত্যেক রেখাগুলি যেমন তাহার পরিচয় প্রদান করে মাধবী বাণীতেও সেই প্রকার অনেক চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

লেখক একজন সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত এবং অল্পবয়স্ক লেখক কাব্য জগতে ইহার এই প্রথম প্রবেশ। ইহার অনেকগুলি কবিতা আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। এখন ভাল মন্দ বিচার করিবার ভার জন সাধারণের উপর ন্যস্ত রহিল। লেখক সকল বিষয়ে আমার উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন কিন্তু আমাকে অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে থাকিতে বাধ্য হওয়ায়, মুদ্রণ কার্য্যের ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক দোষ রহিয়া গিয়াছে। আশা করি সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের এ ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। আবর্জ্জনায় কাঞ্চনের থাকিলে সে সৌন্দর্য্যের কিছু হ্রাস হইলেও উহার কোন তারতম্য হেতু তাহা জন সমাজে অনাদৃত হয় না।

প্রকৃত পক্ষে ভাব লইয়াই কবিতা। ভাব না থাকিলে কোন রচনা যতই মনোহর ছন্দে ও যুক্তিপূর্ণ শব্দ ও অলঙ্কারে ভূষিত হউক না কেন তাহা কবিতা নামে অভিহিত হইতে পারে না। ভাবের সত্তাতেই কবিতা আমাদের আদরের

জিনিস এবং যাহা কিছু লেখকের হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ভাবের পরিচারক তাহাই কবিতা. এ কথায় বোধ হয় সত্যের কোন অপলাপ হয় না। এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি সকল স্থানেই যে গভীর ও উচ্চভাবে পূর্ণ সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি না, তবে এখানে কবি যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহার হৃদয়ের ভাব মিশ্রিত সত্য অথবা চিন্তা।" প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনী এক একটী বৃহৎ গ্রন্থ। মানব হইয়া মানবের প্রাণের কথা শুনিতে কেন ভালবাসে ?

কলিকাতা.
২৫নং ফকিরচাঁদ মিত্রের ষ্ট্রীট,
১৩০৮ সাল।

প্রকাশক,
শ্রীপ্রভাতরঞ্জন মিত্র।

সূচীপত্র

আবাহন	১
কল্পনা	২
প্রত্যাখ্যান	৩
আমার প্রেম	৪
অনাদৃত	৫
যাচনা	৫
নিষেধ	৬
আত্মদান	৭
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ	৮
অনুরোধ	১০
লাজময়ী	১[illegible]
কোথা হ'তে	১১
কে তুমি	১৩
প্রভাতে	১৪
অসময়ে	১৫
সন্ধ্যায়	১৬
শূন্য কুঞ্জ	১৭
করুণা	১৮
কবে	১৯
এখনো ফিরাও	২২

কেন আসি ২৪

আশা ২৫

রায়খাদ ২৫

একা ২৬

সাধের তরী ২৭

শ্রান্ত পান্থ ২৯

বিষাদ ৩০

ভাই ৩২

শেষ ৩৩

অতৃপ্তি ৩৪

সাঁঝের গগন ৩৬

প্রেমের অপমান ৩৮

স্বদেশ যাত্রা ৩৯

অনন্ত প্রেম ৪১

সে দিনের কথা ৪২

শুধু একবার ৪৫

বরষা ৪৬

সুষমা সুন্দরী ৪৮

দুটি কথা ৫০

বৃথা আশা ৫২

পাপিয়া ৫৫

বিদেশিনী ৫৭

আমার কথা ৫৯

স্বর্গে যদি যাও	৬০
কি পাইনু তায়	৬১
প্রতিশোধ	৬২
পরিত্যক্তা	৬৫
মিলন স্বপ্ন	৬৬
ক্রীতদাস	৬৭
শ্রান্ত পান্থ	৬৮
নদী পথে	৭০
সংগম	৭২
প্রমথ	৭৩
নরেন্দ্র	৭৩
কৃতঘ্ন	৭৪
মাতৃভূমি	৭৫
মায়াবী	৭৬
বিলম্বে	৭৭
অপেক্ষা	৭৯
ভৈরবী	৮১
মিশ্র বেহাগ	৮২
ঝিঁঝিট	৮৩
বেহাগ	৮৪
মাধবী রাণী	৮৫
অবসান গান	৮৭

আবাহন।

আজি মোর মাধবী-বিতানে
তোরি তরে পেতেছি আসন;
কি মাধুরী রূপে তোর
দেখেনি নয়ন মোর;
দূর হতে শুনি শুধু বীণার গুঞ্জন,
মৃদুল মধুর আর নূপুর-নিক্কণ।
কি মদিরা ঢালে তায়,
পরাণ পাগল প্রায়,
উতলা হৃদয় লয়ে খুঁজে মরি ত্রিভুবন,
কোথা সে মাধুরী রাশি করে আছ বিকীরণ?
বিমুগ্ধ পরাণ মোর
তোরি ধ্যানে সদা ভোর,
এস দেবি! এস সতি! বিকাশিয়া ও কিরণ;
সুষমায় সুষমায় ভরিয়া যাউক মন।

বসিয়া হৃদয়াসনে,
বাজাও ত্রিদিব বীণে,
ফুটিয়া উঠুক মোর মুকুলিত ফুল-বন ;
বিকসিত ভাষাহারে পূজি তব ও চরণ।

২০।৩।১৩০৭।

কল্পনা।

হে কল্পনে! কহিতেছি তোরে শতবার,
আমারে লইয়া চল স্বদেশে তোমার।
ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে বহু ঊর্দ্ধে সেই সে যথায়
জগতের কোলাহল গিয়াছে মিশা'য়
ক্ষীণ ক্ষীণতর হয়ে ; নীরব নির্জ্জন
চারি দিকে রবে শুধু অনন্ত গগন।
আমি তার মাঝে বসি আত্মহারা হয়ে,
পূজিব তোমায় নিতি নব ফুল চয়ে।
ঝঙ্কারি তুলিবে বীণা—তব উপহার,
একমাত্র জীবনের সম্বল আমার—
নিতি নব নব ছন্দে নব নব তান,
তোমারি আরতি গীতে ভরিবে বিমান
মুগধা অমরবালা প্রসূন-আসার,
ঢালিবে আমার শিরে, আশীর্ব্বাদ তার।

১৩।৮।১৩০৭।

প্রত্যাখ্যান।

ওগো! তুমি মুছহ নয়ান।
মরুময় হৃদি মোর, কি করিব দান!
বৃথা অভিমান করা,
বৃথা ফেল অশ্রুধারা,
পিপাসীর কাছে কোথা পাবে জল-পান!

তব আছে শত আশা; পাবে কত স্থান।
হের ওই শত আঁখি,
তোমার বদন দেখি,
আকুল হয়েছে পদে বিকাইতে প্রাণ।

ওগো আমি শুধু হা হুতাশ;
দীঘল নিশ্বাস লয়ে আছি এ কুটীরে।
তোমার নির্ম্মল প্রাণে,
বিষাদের ছায়া এনে,
কলঙ্ক পসরা কেন তুলে লব শিরে!

বৃথা তব করাঘাত মোর ভগ্নদ্বারে;
মিছে তব কাতরতা;
কে হেথা ঘুচায় ব্যথা!
তব সুখ দুখ লয়ে তুমি যাও সরে'।

৯।১১।১৩০৬।

আমার প্রেম।

আমি যারে তারে দিয়ে ফেলি প্রাণ!
তাই কথায় কথায় এত সহি অপমান।
ওগো আমার প্রাণের ব্যথা তারাত বুঝে না
ওগো আমার নয়ন জল তারাত মুছে না;
আমি দ্বারে দ্বারে ফিরি সাধিয়া বেড়াই,
তবু, পাই না গো প্রতিদান।
আমি যারে তারে দিয়ে ফেলি প্রাণ!

ওগো তারা জানে শুধু অভিমান করা,
আমি সাধিয়া সাধিয়া হয়েছি যে সারা,
তারা শুনেও শুনে না কাতর যাচনা,
শুধু ফিরিগো মুছি নয়ান।
আমি যারে তারে দিয়ে ফেলি প্রাণ!

মোর অবুঝ হৃদয় বুঝিবে কে আর,
এযে প্রেম নয়, শুধু আঁখি-জল সার;
আমি দুকূল হারায়ে হয়েছি পাগল,
ওগো আকুলি উঠে পরাণ।
আমি যারে তারে দিয়ে ফেলি প্রাণ!

১০।১১।১৩০৬।

অনাদৃত।

"কোথা যাও ;"—কেন পুছ আর,
তুমি কি মুছাবে মোর নয়নের ধার?
তুমিত ঠেলেছ পায়,
তাই যাই সরে ;
বিশাল জগৎ মাঝে স্থান কিনা পাই,
দেখি ঘুরে ফিরে।
সম্মুখে আশার দীপ রাখি,
চলে যাব যেথা যায় আঁখি।
এ জগতে সকলেরি আছে গো মিলন—
একা আর কে রহে কখন?
তুমিই দিলে না ঠাঁই, তা বলে' কি আর,
জগৎ দেখিতে হবে সকলি আঁধার!

১১।১১।১৩০৬।

যাচনা।

ওগো অমন করিয়া আর চেওনা!
তুমি আধ নিমীলিত আঁখে,
আমার মুখের পানে
চেওনা ;

আমি হারায়ে ফেলি যে আপনা!
তুমি আসিও, নাহি ক্ষতি তায়;
তুমি চুমিও, কিবা এসে যায়;
তুমি হৃদয়ে রাখিয়া ধরিও চাপিয়া,
আমি কোন কথা কহিব না।
শুধু আমার মুখের পানে
চেওনা;
আমি হারায়ে ফেলি যে আপনা!
তুমি দিও প্রাণ আমি লইব,
তুমি দিও প্রেম আমি তুষিব,
তুমি যা আছে তোমার দিও উপহার,
আমি ফেলিব না ফেলিব না।
শুধু আমার মুখের পানে
চেওনা;
আমি হারায়ে ফেলি যে আপনা!

১১।১১।১৩০৬।

নিষেধ।

ছি ছি না, ও কথা ব'লনা;
কেন গো পরেরি তরে, সবে তুমি
অনন্ত যাতনা?

সূর্য্যমুখি শুকে' যায় আপনারি ভুলে,
তাবলে' কি রবি আসে নামিয়া ভূতলে!
ভুল করে' বেসে ছিনু ভাল, বুঝিনি তখন,
কণ্টকলতিকা হয়ে
গিয়াছিনু রসালেরে দিতে আলিঙ্গন।
আমি যে গো শিখা লেলিহান,—
হৃদয়ে লইয়া শেষে হারাবেকি প্রাণ?
তাই আজি শতবার নিষেধি তোমায়;
তব দুখে মোর সুখ রহিবে কোথায়!
অতৃপ্ত বাসনা লয়ে আমি যাই সরে',
বাঁধিতে চাহিনা তোমা' প্রণয়ের ডোরে।

১৯। ১১।১৩০৬।

আত্মদান।

আমি শুধু এতটুকু নীহারের কণা;
শত আঁখি চেয়ে আছ সতৃষ্ণ নয়নে,
কার তৃষা মিটাই বলনা?
ব্যথা দিলে ব্যথা পেতে হবে;
নির্ম্মম হৃদয়ে, কাহারে বিদায় দিয়ে,
কারে হৃদে তুলে লই তবে!

শতবার করেছি বারণ,
তবু শুনিলে না,
তবু কেহ পরাণ থাকিতে,
আশা দলি সরেত গেলে না।
এস তবে এত যদি সাধ,
আর নাহি করিব বারণ ;
এস এস !
একেবারে সবে, সবে মিলি কর আলিঙ্গন।
আমার এ ক্ষীণ প্রাণ
তোমাদের অনন্ত তৃষার মাঝে
নিমেষে শুকাবে ;
সুখ দুঃখ প্রেম লাজ
পুনঃ আর সহিতে না হবে।

২০।১১।১৩০৬।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ।

ভেবেছিনু তার পানে চা'ব না'ক আর।
দূরে বহুদূরে গিয়াছিনু চলি,
দেশ দেশান্তরে ;
বিস্মৃতির শত আবরণে,
ঢেকে ছিনু আপন অন্তরে।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

হৃদয়-ফলক হতে তন্ন তন্ন খুঁজে,

তার ছবি দিয়াছিনু মুছে ;—

আজি দেখি সকলি বিফল,—

বালির বাঁধন কোথা রুদ্ধ করে

প্রবাহের জল ?

প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে ভাসায়ে দু'কূলে,

তাহারি চরণ তলে মোরে দিল ফেলে ;

শত স্মৃতি জাগিল আবার,—

বিরহ মিলন কত শত পূর্ণিমার,

কার দুটি ছল ছল সজল নয়ন

মোর স্মৃতি পথে আসি দিল দরশন !

মর্ম্মের নীরব বাণী—দীর্ঘশ্বাস কার—

ধীরে ধীরে ছুঁয়ে গেল হৃদয় আমার !

ভেসে গেল মান অভিমান ;

ভেসে গেল হৃদয়ের প্রতিজ্ঞা অটল ;

দ্রবিল গো কঠিন পাষাণ !

দেখিলাম,

লাজ-অবনত শিরে

তুলি ধীরে ধীরে,

তার সেই আনত বয়ান ;

মিশে গেল পরাণে পরাণ ।

২১।১১।১৩০৬ ।

অনুরোধ।

ওগো তুমি আমারে বেঁধনা;
বিমুক্ত পরাণ লয়ে
জগতে বেড়াই ধেয়ে,
নাহি কভু প্রণয় বাসনা।
কে ভাঙ্গিবে মান অভিমান?
কে সহিবে বিরহ যাতনা?
কে মুছাবে কথায় কথায়
নয়নের কণা?
কি লোভ দেখাও মোরে দিবে বলি' প্রাণ?
আপনা বিকাতে হবে দিতে প্রতিদান!
আঁধার কুটীরে থাকি, সেই মোর ভাল,
কায নাই এনে সেথা প্রদীপের আলো;
শিখা যদি বেড়ে উঠে কোন মতে তার,
সাধের কুটীর পুড়ে হবে ছারখার।

২।১১।১৩০৬।

লাজময়ী।

ওগো তুমি ঢেক'না বয়ান
আর কেন মিছে লাজ,
বুঝা গেছে সবি আজ,
লুকায়ে লুকায়ে দেখা হোক অবসান।

বসনে কি ঢাকাযায় হৃদয়ের বাণী!
তরঙ্গ উঠিলে বুকে,
চাহে না'ক কোন দিকে,
দু'কুল ভাষায়ে যায় ছুটিয়া অমনি।
তুমি ছিলে পাতা ঢাকা ফুল ;
আড়ালে আড়ালে র'য়ে,
সৌরভ ঢালিয়া বায়ে,
আমার পরাণ সদা করিতে ব্যাকুল।
তৃষিত ভ্রমর প্রায়, মোর দুটি আঁখি,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরে'
আজিকে ধরেছে তোরে ;
মিছে ও লুকায়ে থাকা, মিছে দাও ফাঁকি!
আবরণ খুলে দাও, দেখাও বয়ান,
নয়ন তুলিয়া চাও,
হৃদয়ে হৃদয় দাও,
মিশে যাক পরাণে পরাণ।

৩।১২।১৩০৬।

কোথা হ'তে।

কোথা হ'তে এলে তুমি লয়ে আঁখিজল?
কে ভেঙ্গে তোমার প্রাণ
করে দিল খান খান,
কঠিন করেতে কেগো স্পর্শিল কমল!

শতবার করেছিনু আমিত বারণ,
তুমি শুনিলে না ;
পুরাণ বাঁধন খুলে
জগতে ছুটিয়া গেলে,
খুঁজে ল'তে নূতন আশ্রম ;
শত আঁখি অনিমিখে
চাহিল তোমার দিকে,
শত ভাষা শুনিল শ্রবণ ;
আকুল আহ্বান মাঝে
হারায়ে ফেলিলে নিজে,
ভাবিবার পেলে না সময় ;
ছুটিয়া নিকটে গেলে
আপনা সঁপিয়া দিলে,
চাহিলে না ভুলে বিনিময় ;
হেসে খেলে কেটে গেল বেলা—
প্রথম প্রেমের মেলা ;
মলিন সন্ধ্যায়,—
সকলে রুধিল দ্বার,
মিছে হল হাহাকার ;
সেথা আর পেলে না আশ্রয়।

সাধের তরণী লয়ে খেলিতে নদীর বুকে,
সেই ছিল ভাল ;
হায় কোন্ ভুলে ভুলে'
ছুটিলে জলধি কোলে,
তরঙ্গে তরঙ্গে সব ভেঙ্গে চুরে গেল।
৪।১২।১৩০৬।

কে তুমি।

কে তুমি আমার দুয়ারে ?
আমি সন্ধ্যার বায়ে প্রদীপ নিবায়ে,
বসে আছি হেতা একারে
কোথা ছিলে বল প্রভাতের কালে,
কোথায় দীপ্ত দুপুর কাটালে ?
কেন দিবা অবসানে, আঁধারের সনে,
খুঁজিতে আসিলে আমারে !
এখানেতে আর ললিতলহরে,
বাজে নাক বীণা সপ্ত সুস্বরে,
ওগো, মৃদু হাসি রাশি আপনা বিকাশি,
ফুটেনাক আর অধরে।
আর্ত্ত কণ্ঠ, দীর্ঘল-নিশাস
এখানেতে এবে করিতেছে বাস,
হেথা নয়নের জলে বয়ান ভাসিলে
মুছাতে নাহি যে কেহ রে!

ভুল করে তুমি আসিয়াছ হেথা,
এবে নাহি কেহ ঘুচাইবে ব্যথা,
আমি আপনার দুখে আপনি মরিয়ে,
পড়িয়া আছি এ কুটীরে!

৫।১২।১৩০৬।

প্রভাতে।

তোরে বাসি কিনা বাসি ভাল
সে কথা জানাব এবে,
কেমন করে!
এখন প্রভাত কালে,
নবীন কিরণ জালে,
শত আঁখি পড়ে ঢলে'
তোমার প'রে,
শত দিকে শত প্রাণ
গাহিছে তোমার গান,
শত জন ভাঙ্গে মান
চরণ ধরে'।
তোরে বাসি কিনা বাসি ভাল,
সে কথা জানাব এবে
কেমন করে

আমার এ ক্ষীণ প্রাণ, স্বর ক্ষীণতার—
সে ত পশিবে না এবে শ্রবণে তোমার ;
এত কোলাহল মাঝে,
পথ নাহি পাবে সে যে,
শত প্রতিঘাত সহে'
আসিবে ফিরে !
তাই শুধু হাসি দেখি,
এখন ফিরিনু সখি ;
মরমের কথা থাক,
মরমে ম'রে।
তোরে বাসি কি না বাসি ভাল
সে কথা জানাব এবে,
কেমন ক'রে !

৬।১২।১৩০৬।

অসময়ে।

অসময়ে কেন গো আহ্বান
এখন' প্রেমের খেলা
হয়নি যে অবসান।

মাধবী।

এখন' বসন্ত প্রাতে
শুনা যায় পিক-স্বর,
এখন' মাধবী বনে
ফুটে ফুল থরে থর ;
এখন' মধুর লোভে
ভ্রমর যে ঘুরে মরে,
এখন' ফুটে যে হাসি
প্রভাত নীহার 'পরে!
এইত প্রথম রাতি
আজিকে বাসর দিনে,
এখন' গাহিনি গান,
এই ত বেঁধেছি বীণে!
না বলিতে কোন কথা,
না ঘুচিতে তার লাজ,
সুখের স্বপন ঘোর
তুমি ভেঙ্গে দিলে আজ!
আকুলি ব্যাকুলি মোর
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ,
সহসা সাধের বীণা
গাহিল বিদায় গান!
অসময়ে কেন গো আহ্বান!

৮।১২।১৩০৬।

সন্ধ্যায়।

আর কেন বন্ধ কর খেলা,
ওই পড়ে এল বেলা।
এখনি আসিবে যামি, আঁধার লইয়া নামি
যেতে হবে দূর পথে, একান্ত একেলা।
বাঁধনের ফাঁস খুলে দাঁড়াও দুয়ারে,
উঠিলে আহ্বান গান কে রাখিবে ধরে'।
ও মোহ এননা আর, কাছে টেনে আপনার,
বাড়াবে বিদায় ব্যথা কেন ইচ্ছা করে'?
ফুটুক মাধবী কুঞ্জে ফুল থরে থরে,
প্রভাত আছে গো যার শুধু তারি তরে,
গাহুক পঞ্চমে পিক, কাঁপায়ে বিতান,
সে গান শুনুক, যার নবীন পরাণ।
তোমাদের হাসি খেলা সাজে কিগো আর!
সাঁঝের বাতাসে ভাসে বিষাদের ভার।

১৯।১২।১৩০৬।

শূন্য কুঞ্জ।

কোথা যাও? ভ্রান্ত মন, ফিরাও চরণ;
ও তমাল কুঞ্জ, আর শীত শীলাতল,
নারিবে ঘুচাতে তব হৃদয়-বেদন।

মাধবী।

সে বাঁশি বাজেনা আর, নাহি সেথা গান,
ছুটেনা যমুনা জল বহিয়া উজান;
সেথা নাহি ফুটে ফুল, স্তব্ধ তরুলতা,
সমীর সৌরভ মেখে আসিবে না ছুটি,
তোমারে শুনাতে শত প্রণয়েরি গাথা।
শিখাহীন দীপ কোথা আলো করে দান?
বারিহীন স্রোতস্বিনী
শীতল করে কি কভু তৃষিত পরাণ!
পিকরাজ উড়ে গেছে কোন্ দেশান্তরে,
শুধুই বাড়াতে ব্যথা
শূন্য কুঞ্জে চলিয়াছ বৃথা অভিসারে!

২১।১২।১৩০৬।

করুণা।

ধীরে এস, ধীরে, ফেলগো চরণ,
আসে পাশে আছে পড়ি শত ভগ্ন প্রাণ,
দেখ' যেন কার হৃদে না লাগে বেদন।
বসন্তের অবসানে ঝরা ফুল মত
আজি তারা শুয়েছে ধূলায়,
বুঝি এককালে ছিল সৌরভ গৌরব,
এ বিশ্বে হাসিত শোভি স্বর্গ সুষমায়!

আছে তব শত সুখরাশি,
কাজ নাই সে কথা জানায়ে,
তাহাদের মুখ চাহি,
আপনারে রাখ গো লুকায়ে।
দূরে ফেল বেশ ভূষা বর-আভরণ,
ও সব সাজে না হেথা,
প'রে এস শত-ছিন্ন-মলিন-বসন্।
হের ওই ঝরে আঁখিজল,
পার যদি প্রবাহে প্রবাহ ঢালি
শান্ত কর উচ্ছ্বসিত হৃদয় চঞ্চল।

২৩শে, চৈত্র, ১৩০৬।

কবে।

বল সখি বল কবে কেমন দিনে,
প্রথম মিলন হ'ল তমাল বনে!
সে দিন কি মধু রাতি, সলাজে প্রকৃতি সতী,
রজত অঞ্চল খানি দি'ছিল টেনে!
কালিন্দীর কাল জল ছুটে ছিল ছল ছল
ছড়ায়ে মুকুতা শত প্রতি চরণে,
রজনী-গন্ধার বায় বহেছিল বনময়,
সৌরভে পাগল পারা মৃদু পবনে,
বল সখি বল কবে, কেমন দিনে!

সে দিন আছিল কিগো আঁধার রাতি ?
স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, হ'লে সবে নিশুতি,—
চরণ-মঞ্জীর খুলে দিয়েছিলে দূরে ফেলে,
বন-পথে ধেয়েছিলে চকিত-প্রাণে,
বল সখি বল কবে, কেমন দিনে !

সেকি তবে কিগো কোন সাঁঝের কালে ?
হাসিলে মালতী-বন বিকচ ফুলে,
যমুনায় জল নিতে, আসিতে গো বন-পথে,
কনক-কলসী কাঁকে নত নয়নে,
কাঁপাইয়া কার প্রাণ, রিনিকি ঝিনিকি ঝন্
মঞ্জীর বাজিত পদে মধুর স্বনে,
বল সখি, বল কবে, কেমন দিনে !

সে কি কোন নিদাঘের দুপুর বেলা ?
চারিদিকে কেহ নাহি, একা নিরালা,
যমুনার স্থির জল রবি করে ঝল মল,
ছায়া ভরা শিলা-তল—তমাল বনে,
বসে ছিলে চেয়ে কার পথের পানে ?
বিন্দু বিন্দু স্বেদ ঝরে, কাঁচলি খসিয়া পড়ে,
অঞ্চল দুলায়ে, ডাক শীত পবনে !
বল সখি বল কবে, কেমন দিনে !

কবে

সে দিন ছিল কি মেঘে গগন ভরা?
দিক্‌বধূ কেঁদে কেঁদে হইল সারা;
কেতকী-সৌরভ মেখে, আর্দ্র বায়ু ধায় বেগে,
সজল পিছল পথে, রাখি চরণে,
চলে ছিলে বন মাঝে, সিক্ত-বসনে।
দামিনী কামিনী হাসি,, সঘনে কাঁপায় দিশি,
পরাণ শিহরি উঠে তাহারি সনে।
বল সখি বল কবে, কেমন দিনে।

সেকি গো শারদ-প্রাতে, শিশির-সিক্তিত পথে
চলে ছিলে বন মাঝে, দ্রুত চরণে।
সেফালির ঝরা ফুল, ছেয়েছিল এলো চুল;
বেজেছিল কার বাঁশি উদাসি প্রাণে!
বল সখি বল কবে, কেমন দিনে!

কিম্বা কোন মধুমাসে, মুকুলিত-ফুল-বাসে,
চলেছিলে তার আশে নিকুঞ্জ বনে,
কোকিল কুজন শুনি আকুল প্রাণে।
বল সখি বল কবে, কেমন দিনে
প্রথম মিলন হল, তাহারি সনে!

২৫শে, চৈত্র, ১৩০৬।

এখনো ফিরাও।

এখনো ফিরাও তরী ওরে মূঢ় মন,
আজি যেই স্থির নীরে ভাসিয়া চলেছ,
কালে তায় উঠিবেক মহা প্রভঞ্জন।
অকুল অনন্ত সিন্ধু উঠিবে গর্জ্জিয়া,
ও স্বচ্ছ আরসি খানি হবে শতখান;
সহস্র তরঙ্গ ভঙ্গ আসিবে ছুটিয়া,
ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যে আকুলিয়া প্রাণ।
এ বিশ্ব-সৌন্দর্য্য কোথা নিমেষে লুকাবে,
হৃদয়ের সুখচ্ছবি হইবে মলিন,
আঁধার ঘেরিবে আসি তব চারিভিতে,
বৃথাই চাহিবে পিছে হ'য়ে আশা হীন।
তীরে যারা রবে তারা শুনিবেনা শুনি,
আকুল আহ্বান তব পরিত্রাণ তরে।
ভাঙ্গি শতখান হয়ে সাধের তরণী
ডুবিবে ডুবিবে হৃদে লইয়া তোমারে,
অনন্ত সমাধি লভি সাগর গহ্বরে!

৬ঠা বৈশাখ, ১৩০৭।

কেন আসি ?

কেন আসি?
তোমারে জানাতে মোর শত দুখরাশি।
তুমি বেলাভূমি ওগো আমি নীলজল,
তরঙ্গ উঠিলে বুকে ধাই বেগে তব দিকে,
জানাতে আমার দুখ-কাহিনী সকল ;
কল কল আর্ত্তস্বর কাঁপে হৃদি থর থর,
এলায়ে পড়ে গো মোর ফেনিল অঞ্চল
তুমি শতখান করে' দাওত' গো ভেঙ্গে চুরে
আমার হৃদয়,
কঠিন পাষাণ সম নির্ম্মম নির্দ্দয়।
সহি শত অপমান তবু ত মানে না প্রাণ,
পুনঃ আসি ফিরে,
শত গুণ প্রেম ভরে প্লাবিয়া ফেলিগো তোরে,
লুকায়ে রাখিতে চাহি হৃদয়ের নিভৃত কুটীরে।
সে আশা আশাই রয়, নিমেষেতে ভেঙ্গে যায়.
সুখের স্বপন ;
লাজে ম্রিয়মাণ হ'য়ে আবার লুটাই গিয়ে,
বেষ্টি' তব যুগল চরণ।
তুমিই ঠেলেছ পায়,
আমি ত গো ভুলিতে পারিনি ;

ও প্রাণেতে ব্যথা দিয়ে   কি হবে গো সুখ নিয়ে,
আপনার দুখে মরে' থাকিগো আপনি।
ওগো তাই চির তরে এত আনাগোনা,
কাতর ক্রন্দন আর রুদ্ধ আরাধনা;
শুধু, তোমারে বুঝাতে মোর হৃদয় বেদনা!

৭।২, ১৩০৭।

আশা।

ওগো এত ভাল নয়।
পরায়ে মন্দার মালা, স্বর্গীয় সুষমা ঢালা,
সুখ মন্দাকিনী নীরে,
ভাসায়ে দিওনা মোরি জীবন ভেলায়।
নিরাশ প্রণয় ভরে যাক আজি যাক ফিরে,
উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা,
মলিন শোভায়।
নন্দনের উপবনে দাও যবনিকা টেনে,
কাজ কিগো,
পারিজাত মুকুলের সৌরভ ফুটায়ে।
রুদ্ধকর কুঞ্জদ্বার, শেষ হোক অভিসার,
কাজ ওগো নাহি আর,
প্রণয়ের প্রতিমা জাগায়ে।

অত ঊৰ্দ্ধে উঠে যদি,

নিমেষে পড়িতে হয় অতলের তলে,

ভাঙ্গি এই হৃদিখান হবে যে গো শত খান,

এত সুখ, স্বপ্ন, গান, কোথা যাবে চলে'।

স্মৃতি শুধু বুকে ধরে', মরিব কি ঘুরে ঘুরে,

জগতের প্রতি প্রান্ত করি অন্বেষণ ?

যারে, কেহ কভু দেখে নাই, কেহ কভু পায় নাই,

নিষ্ফল-আয়াস লভি, তাহার কারণ।

১৪।২, ১৩০৭।

রায়খাদ্।

কালের করাল কীর্ত্তি ঘোষিতে জগতে

রহিয়াছ অতীতের তুমি ভগ্নচূড়

গৌরব কেতন! কোথা তব প্রতিষ্ঠাতা?—

রাজা কিম্বা রাজ মন্ত্রী,—কোথা রাজ পুর,

কনক কিরীট, ভেদি' অনন্ত গগন?

কোথা তব বাঁধা ঘাট, কোথা স্বচ্ছ নীর,—

আকণ্ঠ পুরিত সদা, শীত, ঢল ঢল!

কোথা সেই রাজবালা? কোথা মুক্তচীর,

যৌবন-মদিরা-মত্ত সহচরিগণ,

কেলিত যাহারা তব হৃদয় ভিতরে,

কৌতুক তরঙ্গে লাজ দিয়া বিসর্জ্জন ?
আজি তাই মৌন ম্লান, বিক্ষুব্ধ অন্তরে
তোমারে হেরিগো আমি ; দূর স্মৃতি মোরে
টানিয়া ফেলিয়া দেয় অতীতের ক্রোড়ে।

১৮।২, ১৩০৭।

একা।

একা রবি উঠে গগণের কোলে,
একাই ডুবিয়া যায় ;
একা গ্রহ তারা ঘোরে নিজ পথে,
কে কারে বাঁধিতে চায় ;
একা রাতি আসে, একা দিনমান,
কে কারে দিয়াছে ধরা ;
পুরাতন গেলে নূতন এসেছে,
কভু কি মিশেছে তারা ?
একা এ অসীম উদার গগন,
রয়েছে জগৎ ছেয়ে ;
অনন্তের পথে অনন্ত সময়
একাই চলেছে ধেয়ে !
একা একা সব, একা এ বিশ্ব
তবে মিছে কেন হায় !

পরাণ বাঁধিতে মিলন বাঁধনে,
বৃথা এ হৃদয় চায়!
নিমেষের মিল, নিমেষের খেলা,
নিমেষের আলাপন,
ঘুম না ভাঙ্গিতে আঁখি না মেলিতে,
মিলায় সুখ স্বপন।
ফুলে ফুলে খেলা, ফুলে মেশা-মিশি,
শুধু দুদিনেরি তরে,
বসন্ত কাটিলে মলয় থামিলে,
কে কোথা ঝরিয়া মরে।
একা চিরকাল, একা আসি যাই,
এই ত নিয়ম ভবে,
ক্ষণিকের তরে আপনা বাঁধিয়া,
বলনা কি হবে তবে?

১৯।২, ১৩০৭।

সাধের তরী।

সাধের তরণী খুলি চলেছি ভেসে,
কি জানি কোথায় এক অজানা দেশে।
নাহি কুল, নাহি তীর, অসীম সে জলধির,
সুনীল গভীর নীর নাচিছে হেসে;
কল কল ছল ছল কত কি ভাষে।

বহে যায় বহে যায় সাধের তরী,
পুলক আলোকে হৃদি গিয়াছে ভরি;
সাহানা ললিত রাগে   পরাণ উঠেছে জেগে,
স্বপন-আবেশ আঁখি আসিছে ঘিরি।
ধরা যেন ধরা নয় স্বরগ পুরী!

মাধুরী উঠেছে ফুটি নীলগগনে,
চেয়ে দেখি তার পানে উদাস প্রাণে,
অসীম পাথার নীচে   উদার আকাশ উচে,
প্রসারিয়া আপনারে শতেক টানে,
পরাণ মিশিতে চায় তাদের সনে।

ক্রমশঃ কাটিল বেলা, বহিয়া তরী,
ক্লান্ত রবি ক্ষান্ত হয়ে, পড়িল সরি,
দূরে ওই দেখা যায়   দ্বীপ এক শোভাময়,
ওখানে বাঁধিব মোর সাধের তরী;
বহে চল, এল রাত্রি নভ আঁধারি।

কে ডাকে কে ডাকে ওই, অমিয় ঢালা
স্বর যেন, "এই কুলে ভিড়াও ভেলা,
নন্দনের উপবন   হেথা আছে অগনন,
হেথা পাবে পরাণের নূতন খেলা।"
কে ডাকে কে ডাকে ওই, ভিড়াও ভেলা।

যেমনি ভিড়ানু তরী কূলেতে এসে,
অমনি তরুণী এক মধুর হেসে,
কোমল চরণ ঘায়, ভাঙ্গিল তরণী হায়,
ডুবিলাম নিরুপায় অতল-শেষে,
আশা ভাষা কোথা গেল অকূলে ভেসে!

২১।২, ১৩০৭।

ভ্রান্ত পান্থ।

ওরে পান্থ আজিও কি রবে তুমি বসে',
ওই ত বাড়িছে বেলা, দিনান্তে ফুরাবে মেলা,
জান নাহি যেতে হবে দূর, দূর দেশে।

শত যাত্রী চলিয়াছে হের ওই পথে,
নাহি শ্রান্তি, নিরলস, লভিতে অনন্ত যশ,
রাখিতে অনন্ত কীর্ত্তি জগতের সাথে।

উঠি পড়ি শত বার, চল চল চল;
ধৈর্য্যের ধরগো হাত, উড়ে যাক প্রতিঘাত,
বাধা বিঘ্ন ভূমীসাৎ যাক্ রসাতল।

বল তাহাদের আর কি আছে সম্বল!
সাহসে বাঁধগো বুক্, থেমে যাক ধুক্ ধুক্,
হৃদয়ের সব টুক্ দৌর্ব্বল্য কেবল।

মাধবী।

এই বেলা এই বেলা আয় আয় আয়,
আরো যে গো শ্রান্ত হবি, উঠিলে প্রখর রবি;
তপ্ত ধূলি-রাশি-পথে চলা হবে দায়।

ভেবেছ কি বিকালেতে জাগাবে পরাণ ?
বৃথা, বৃথা ভ্রান্ত মন, বৃথা আশা অকারণ,
ঘন অবসাদ আসি ছাইবে নয়ান।

হের, ওই চেয়ে দেখ সুনীল গগণে,
কত মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়, বিমল কিরণে ভায়,
জাগ জাগ উহাদের মহত্ত্ব দর্শনে।

উহারা তোমারি মত পান্থ কয় জন
সাধিয়া আপন কাজ, এ মর জগৎ মাঝ,
জ্যোতির্ম্ময় করিয়াছে আপন জীবন।

উঠ পান্থ, উঠ ভ্রান্ত, চল চল চল;
পথ পাদপের ছায়, কেন মিছে পড়ে হায়;
মহত্ত্ব দেখায়ে কর জীবন সফল।

২২শে ২, ১৩৩৭।

বিষাদ।

ওগো, তোমরা হেসে খেলে উপসি যাও গো,
আমি থাকি শুধু পড়িয়া,
আঁধার গৃহ কোণে, ঢাকিয়া দুনয়নে
মরমে মরমে মরিয়া।

ওগো তোমরা যেন তারা, সাঁঝের গগনে,
আছে আশা, সুখরাতি গো,
আমি গো উষা তারা, মলিন আশা-হারা,
নিমেষের তরে আছি গো।

ওগো তোমরা যেন ওই বরষা তটিনী।
দুকূল চলেছ প্লাবিয়া,
আমি গো যেন, আর, নিদাঘে দামোদর,
কল গান গেছে থামিয়া।

ওগো তোমরা হের চাঁদ নীলিম গগনে,
ফুটেছে মাধুরী বিকশি,
আমার কাছে হায়, সে যেন বিষময়,
হৃদয় দেয় গো বিবশি।

ওগো তোমরা ফাগুনের দখিণ-বাতাসে
ফুটে উঠ ফুল যত গো;
আমারে সে যে হায়, শুকা'য়ে চলে যায়,
শিশির কণিকা মত গো।

ওগো তোমরা প্রেম ভরে উঠগো শিহরি,
শুনিয়া কোকিল কাকলী,
বাঁধন তা'তে হায়, আমার টুটে যায়,
নয়ন বহে গো উথলি।

ওগো তোমরা এ জগৎ দেখেছ সুখময়,
নয়নে কি যেন মাখিয়া,
কি জানি কেন ভাই, আমি যে পারি নাই,
কালিমা হৃদয়ে ভরিয়া।

ওগো তোমরা চেয়ে চল, কত না হিয়া গো
লুটায়ে পড়িবে চরণে,
হায় আমার মুখ হেরে, সকলে যায় দূরে
কেহ না মুছায় নয়নে।

২৩শে ২, ১৩০৭।

তাই।

তাই এত ভাল বাসি তোরে,
না বলিতে না কহিতে, আপনি সাধিয়া,
প্রাণ তুমি স'পে দিলে মোরে।
বাসি কি না বাসি ভাল সে কথা পুছ নি,
মুছাতে নয়ন জল কভুত বলনি।
দূর হতে যাও দেখি, চাহিলে ফিরাও আঁখি
পাছে বুঝে ফেলি তব হৃদয় কাহিনী।

সাধিলেও কথা নাহি কও,
সঁপিলেও লওনা পরাণ,
কাছে গেলে, দূরে তুমি করগো পয়ান।
কুসুমের অযাচিত সৌরভের মত,
আমার পরাণ সদা কর আমোদিত।

২৪শে ২, ১৩০৭।

শেষ।

আজি তবে শেষ।
ছিঁড়ে ফেলি বকুল মালিকা,
ভেসে যাক বিস্মৃতির জলে
আমাদের অতীতের কাহিনী অশেষ।

ঘুরিছে যে ছায়া খানি হৃদয়ের কাছে,
আজি তারে শোয়াইব সমাধির মাঝে।
মিছে অশ্রু মিছে হাহাকার,
চির দিন নহেত কাহার'।

ফুল ফুটে, ফুল ঝরে যায়,
যত দিন রহে প্রাণ, সৌরভ করে সে দান;
শুকালে কি জগৎ শুকায়?
তুমি গেলে, তবুও গো রহিব ধরায়।

কাজ নাই আর কথা কয়ে,
কাজ নাই শেষ চাওয়া চেয়ে;
তুমি যাও ভিন্ন পথে, আমি যাই বিপরীতে,
বিস্মৃতি জাগুক মাঝে, অতীতেরে ছেয়ে।

২৫শে ২ ১৩০৭।

অতৃপ্তি।

ঢাল ঢাল আরো ঢাল
পিয়াস মিটেনি মোর,
পাগল হয়েছি আমি,
পিয়ে সে মদিরা তোর।
জ্ঞানহীন, স্পন্দ-হীন,
পড়ে আছি নিশিদিন,
নয়নে লেগেছে যেন,
স্বরগ স্বপন ঘোর।
নীলিমায়, নীলিমায়,
কিরূপ আকাশে ভায়,
প্রকৃতি বধুর হাসি,
কাড়িছে পরাণ মোর।
আরো ঢাল, আরো ঢাল,
পিয়াস মিটেনি মোর।

চাঁদের বিমল হাস,
ফুলের সুরভি শ্বাস
মিশাইয়া দিও তায়
আমার পরাণ-চোর?
সাঁঝের কালিমা কোলে
ওই বিষাদিনী দোলে,
দিও আর এক ফোঁটা
তাহার নয়ন লোর,
তোমার মদিরা পিয়ে,
হেসে কেঁদে হই ভোর!
আরো ঢাল আরো ঢাল,
পিয়াস মিটেনি মোর।

কেন, ক্ষীণ নির্ঝরিণী,
বিজনে কাঁদিয়া মরে,
তটিনী উলসি ধায়,
আপনা সঁপিতে কারে।
অথির সাগর নীর,
কার তরে করে সোর,
জাগাবে সে কথা প্রাণে
মদিরা মাধুরী তোর।
ফুল ফোটা, ফুল হাস,
তারার নীরব ভাষ—

আধ নিমিলিত আঁখে,
কি যেন প্রেমের নেষা—
জাগিবে জাগিবে প্রাণে,
ফুটিবে কতই ভাষা
আ'রো ঢাল আরো ঢাল,
আমার পরাণ-চোর,
তোমার মদিরা তৃষা,
এখনো মেটেনি মোর।

১৭। ৩, ১৩০৭

সাঁঝের গগন।

কোথায় লুকান ছিল
বল্ তোর এ রতন।
এমন মাধুরী রাশি,
প্রাণ মন বিমোহন।
ওদিকে উদার নীর,
নাহি কুল নাহি তীর,
নীলিমায় নীলিমায়
ছাইয়াছে ত্রিভুবন।
অচল তরঙ্গ গুলি
ঘুমে যেন নিমগন।

ঐ দিকে অদূরে ভায়
পর্ব্বত কালিমাময়,
ছুটেছে কনক নদী
কত দিকে অগণন,—
ঝলকে ঝলকে তার
কি মাধুরী, কি কিরণ।
কত শত মেঘচয়
নীল পীত আভাময়,
স্বর্গীয় সুষমা রাশি
করে যেন বিতরণ;
আবার নিমেষে তার
কিবা রূপ বিবর্ত্তণ।
হোথায় অদূর কোণে,
লুকায়ে পাতার বনে,
চপলা নয়ন হানে;
—শিহরিয়া উঠে প্রাণ।
জাগে ভাবুকের মনে
কত ভাষা কত গান
হেরি নাই এ নয়নে,
কভু আর এ জীবনে,
এমন সুষমা হাসি,
বিশ্বের ভুলায় মন।

এ জীবনে পুন আর,
হবে কিগো দরশন?
সুন্দরে মধুরে মেশা,
আহা, কি মদির নেশা!
জ্ঞান হীন, স্পন্দ হীন,
হেরিতেছি কি স্বপন?
সুষমায় সুষমায়,
ভরিয়া গিয়াছে মন।

৮। ৪, ১৩০৭।

প্রেমের অপমান।

আর কেন, বুঝা গেছে সব;
আপনার প্রাণ দিয়ে,
কি ব্যথা পেয়েছে হিয়ে,
এ জগতে কে করিবে প্রেমের গৌরব?
নিশি দিন আরাধন,
প্রাণ ভরে আকিঞ্চন;
লহ লহ ব'লে, শুধু কাতর যাচনা!
কি ফল লভিনু তায়,
ভ্রূকুটি নয়ন ধায়
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে যায়,—সহেনা যাতনা।

উপেক্ষা কথার ছলে,
পদাঘাতে প্রাণ দলে,
নিরাশায় ডুবে, ফেলি হারায়ে আপনা।
ছলনা ছলনাময়
এ প্রেম কিছুই নয়,
আজ যেথা ফুটে ফুল, কাল সেথা ফণা।
কথায় সে প্রতিদান,
প্রেমে শুধু অপমান ;—
এ হৃদে পাবেনা স্থান ও প্রতিমা আর।
দাও ভেঙ্গে চূরে ফেলে
অগাধ বিস্মৃতি জলে,
রাজুক বিমল শান্তি হৃদয়ে আমার।

৯ই শ্রাবণ ১৩০

স্বদেশ যাত্রা।

তোমায় আমায়,
চল চল ভেসে চল,
ডাকিছে সুনীল জল
কল কল ছল ছল,—কতকি ভাষায়।
ভাসায়ে দিয়েছি তরী,
আর কেন পিছে হেরি,
বাজিয়া উঠেছে ভেরী, দূর কিনারায়।

মাধবী।

বহিছে সুবায় ওই,
তুলে দাও পাল সই,
এবারের মত লই, বিদায় বিদায়।
পিছনে অপার বিশ্ব
নিমেষে হ'বে অদৃশ্য;
মায়া মমতার দাস্য রহিবে কোথায়?
জগতের কার্য্য শেষ,
ঘুচে গেছে হিংসা দ্বেষ,
জরা ব্যাধি ভস্মশেষ, নাহি আর ভয়।
হৃদয়ে বিমল শান্তি,
ঘুচে গেছে ভুল ভ্রান্তি,
পরাণের সব ক্লান্তি পাইয়াছে লয়;
এখনি মধুর হাসি
সম্মুখে উঠিবে ভাসি,
বিমল কিরণ রাশি পুলকি হৃদয়।
মিছে খেলা অবসান;
এস মিলে গাই গান,
ফিরেছে প্রবাসী প্রাণ আপন আলয়।
স্তম্ভিত সমস্ত বিশ্ব
দেখুক অপূর্ব্ব দৃশ্য;
অধরে খেলুক হাস্য, আয় আয় আয়।

১০ই শ্রাবণ, ১৩০৭।

অনন্ত প্রেম।



ওগো তাই যদি হয়;
তবে আর মিছে কেন,
হৃদি মাঝে টেনে আন,
কাজ নাই বাড়ায়ে প্রণয়।
দুদিনেরি তরে যদি, এ বাহুবন্ধন,
আমি চাহিনাক তব প্রেম আলিঙ্গন
প্রাণ যদি দিতে পার
চির দিন তরে;
এস তবে হৃদয় ভিতরে!
বুক-ভরা ভালবাসা করিয়া যতন
রাখিয়াছি, সব তোমা' করিব অর্পণ।
নতুবা, মুছগো আঁখি
অঞ্চলে তোমার,
আজি শেষ হোক অভিসার;
খুঁজিতে জগৎ মাঝে আমি চলে যাই,
অনন্ত প্রণয় দেখি পাই কিনা পাই।

১৮ই মাঘ, ১৩০৬

সে দিনের কথা।

সে যেন গো সকলি স্বপন।
হাসে শশী সুবিমল,
উজলিয়া বনস্থল,
আমি বসে হারায়ে আপন।

সম্মুখে বাঁধের জল,
জোছনায় ঝল মল,
সমীরণ খেলায় হিল্লোল;
ভেঙ্গে কুটি কুটি হয়ে,
চাঁদিমা যেতেছে বয়ে,
কলস্বনে উঠেছে কল্লোল।

তট-তরু ছায়া জলে
নাচিতেছে তালে তালে,
ঢাকা তার আবেশে নয়ান;
তরুশিরে তরু পাতা
গাহিছে মরম গাথা,
আলো ছায়া মাখা তার প্রাণ।

লতাটী একটী ধারে
জড়াইয়া তরুটীরে,
হাসিতেছে ফুল্ল ফুল হাসি;

কি ভাষা তাহাতে রয়,
বুঝিয়ে না বুঝা যায়,
  পরাণেরে করিছে উদাসী ;
শেফালীর তরু ছুটি,
ফুল ভারে পড়ে লুটি,
  সুরভিতে পরাণ বিকায় ;
ভাষা নাহি, আশা নাহি,
প্রতিদান নাহি চাহি,
  জগতেরে আপনা বিলায়।

অদূরে পলাশ বন ;
কত কুঞ্জ নিকেতন
  গড়া আছে বুঝি তার তলে ;
দেখিয়া চাঁদিনী রাতি,
পাইয়ে প্রাণের সাথি,
  প্রণয়িণী তায় যেন খেলে।
বুঝিবা বাজায় বাঁশী,
অধরে খেলায় হাসি,
  মেশা মিশি নয়নে নয়নে ;
মনে হয় সমীরণ,
পথ হারা তার তান,
  ধীরে ধীরে প্রাণে দেয় এনে।

আবার ওদিকে ওই
গাছের আড়ালে রই
দেখা দেয় কয়টি কুটীর ;
প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা,
সেথা কিগো আছে আশা ?
কিম্বা শুধু নয়নের নীর :
করুণ করুণ তান,
মাঝে মাঝে উঠে গান,
ভাষা তার বুঝা নাহি যায় ;
হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
আঘাতিয়া ধীরে ধীরে,
বিষাদের লহরী জাগায়।
মাধুরী মদিরা পিয়ে,
আবেশে অবশ হিয়ে,
ঢুলু ঢুলু দুইটী নয়ন।
এত যে সুষমা ভায়,
জগতে সম্ভব নয় ;
মনে হয় সকলি স্বপন।
আজি এ নীরবে বসে,
সেই সব মনে আসে,
আকুলিয়া সমস্ত পরাণ :

প্রতি তন্ত্রী উঠে' জেগে,
গলিত ললিত রাগে
ঝঙ্কারিয়া ধরিয়াছে তান।

১৪শে শ্রাবণ, ১৩০৭।

শুধু একবার।

শুধু একবার,
তোমাতে আমাতে দেখা, সেই সে বিতান তলে
মাধবী লতার।
কভু কা'রে দেখি নাই, কভু কা'রে চিনি নাই,
একান্ত নূতন যেন, দুইটী হৃদয়;
নয়নে নয়নে চাই, আর কোন ভাষা নাই,
বুঝা পড়া হয়ে গেল তোমায় আমায়।
মুখমুখি দুই জনে বসিয়া নিভৃত কোণে—
জগতের কোলাহল নাহি পায় স্থান;
আত্মহারা দুটী প্রাণ, না ভাবিয়া পরিণাম,
আপনার সবটুকু করে দিনু দান।
তার পর, তার পর স্বপন ভেঙ্গেছে;
কোথা তুমি, কোথা আমি, জানেন অন্তর্যামী
কি ব্যথার বোঝা লয়ে তরণী ভেসেছে।

সেই হতে ঘুরে ঘুরে, বেড়াই সাগর নীরে,
না পে'নু তোমায় ;
নাহি পাই কোন ঠাঁই, ক্ষণিক আরাম নাই—
জগৎ নিদয়।
কেহবা বোঝে না ভাষা, কেহবা দেয়না আশা,
কেহ উপহাসে,
ব্যথা ভরা তরী মোর, কোন কূলে পাবে কোর,
নাহি জানি ; নিরুপায়
ডুবিবে কি শেষে ?
যখনি একথা ভাবি, তব স্মৃতি উঠে জাগি'
আকুলি পরাণ ;
হৃদয়ের উৎস টুটী', করুণা উঠেগো ফুটি',
ভেসে যায় আঁখি নীরে,
দুইটী নয়ান।

২৯শে শ্রাবণ ১৩০৭।

বরষা।

আয় আয় বরষা আবার।
হাসিয়া চপলা হাসি,
মেঘ কৃষ্ণ কেশ রাশি,
এলাইয়া, দুলাইয়া, ছড়ায়ে বাহার ;
আয় আয় বরষা আবার।

তৃষিত চাতক ওই,
আছে তব পথ চাই,
বকুল মুকুল ডালে, কেতকী, কহ্লার।
আয় আয় বরষা আবার।

ভরা নদী যাক ছুটে,
একুল ওকুল লুটে,
বিলাইয়া দেশে দেশে করুণার ধার।
আয় আয় বরষা আবার।

গাহি নদী কল গান
প্লাবুক পুলকে প্রাণ,
তুলুক কবির বীণা মধুর ঝঙ্কার।
আয় আয় বরষা আবার।

ক্ষেতে জল থই থই,
কৃষাণ উঠিল গাই',
শ্যাম শস্য শীর্ষ নাচে, কাতারে কাতার।
আয় আয় বরষা আবার।

তরু লতা ঢল ঢলে,
বিধৌত তোমারি জলে,
বিমল অমল মূর্ত্তি প্রকৃতি প্রিয়ার।
আয় আয় বরষা আবার।

বলাকা আকাশে উঠে,
বেড়ায় আমোদে ছুটে,
মেঘে মাখা রবি-কর, মাধুরী অপার।
আয় আয় বরষা আবার।

সমস্ত জগৎ ময়
হেন যেন মনে হয়,
রসের লহরী রাশি, খেলে অনিবার।
আয় আয় বরষা আবার।

কাণে ভেসে আসে তান,
নিভৃতে কে গায় গান,
আকুল করেগো প্রাণ, জলদ মল্লার।
আয় আয় বরষা আবার।

২৯শে শ্রাবণ, ১৩০৭

সুষমা সুন্দরী।

ধরি ধরি ধরি করি
ধরিতে পারিনা তোরে;
আমারি কি আসে পাশে
সদাই বেড়াও ঘুরে?

ওই যুথিকার ফুল
হোতা কিগো আছ বসি?
টগর মল্লিকা ফুটে,
ওরা কি তোমারি হাসি?
চপলা আলোকে কিগো
তোমারি কটাক্ষ ভায়,
ঘন-কৃষ্ণ-মেঘ রাশি,
তোমারি কুন্তল, নয়?
তারকার মৌন দৃষ্টি
তোমারি প্রেমেরি ভাষা;
নীলিমার নীলাম্বরী
নহে কি তোমারি ভূষা?
তটিনীর কলম্বন,
কোকিলের কুহু গান,
এ সব বৈচিত্রময়,
তোমারি কণ্ঠের তান।
ধরণীর শ্যামলতা,
জোছনার পরকাশ,
তোমার রূপেরি, মরি,
দিয়ে যায় কি আভাষ!
এই তুমি, এই সব,
হেন যেন মনে লয়,

অমনি ধরিতে ধাই,
  —এযে শুধু ছায়াময় !
ঘুচে যায় স্বপ্ন ঘোর,
  আত্মহারা মোর প্রাণ,
কাঁদিয়া জাগিয়া উঠি,
  ঝর ঝর দুনয়ান।
বেড়াই পাগল পারা
  খুঁজে খুঁজে সারা বেলা,
হৃদয়ে রাখিব তোরে,
  তবে কেন অবহেলা ?

৩০।৬।১৩০৭।

দুটি কথা।

শুনাতে দুইটী কথা
  সদাই ব্যাকুল প্রাণ,
বলি বলি বলি করি,
  —অমনি ভুলায় মন।
কাছা কাছি হয়ে আসি
  নয়নে নয়নে চায়,
আমার হৃদয় কথা
  কোথায় ভাসিয়া যায়।

দুটি কথা

নদী ধায় বলিবারে;
    সাগরে মনের কথা,
না ফুটিতে কোন বাণী,
    আপনা হারায় যথা।
দারুণ, দারুণ বিধি,
    পুরালনা মোর আশ,
রাখিয়াছে মোর তরে
    ব্যাকুলতা, হাহুতাশ।
আমি বলি সেই ভাল,
    শুনল' শুনল' ধ্বনি,
বিধি সে দারুণ নয়,
    তোমারি এ ভ্রম গণি।
সে কথা বলিলে পরে
    ভেঙ্গে যেত সব খেলা,
প্রেমের গলায় হতে
    খসে যেত মোহমালা।
তারকা গগন কোলে
    থির আঁখি মেলি চায়,
কত শত কথা যেন,
    তাহাতে লুকান রয়।
পরাণ কাড়িতে চাহে
    চেয়ে থাকি মুখ পানে,

এই এই ফুটে ভাষা,
সদা যেন হয় মনে ।
সে কথা ফুটিলে পরে,
মিটে যাবে সব আশা,
কে আর শুনিবে তবে
তাহার পুরাণ ভাষা ।
আধ আধ বাধ বাধ,
সেই ভাল, সেই চাই,
সব কথা বলে দিলে,
কি রবে ভুলাতে ভাই ।

৩০শে শ্রাবণ, ১৩০৭ ।

বৃথা আশা ।

সন্ধ্যা নেমে আসে ধীরে,
ঘনায়ে আঁধার ছায়া,
সম্মুখে অসীম সিন্ধু,
উদ্বেলিত ক্ষুব্ধ কায়া ।
প্রথম প্রভাত হ'তে,
একাকী অনন্ত কূলে,
বসে আছি সারা বেলা ;
কে গেছে আসিবে ব'লে ।

বৃথা আশ

ভাসায়ে দিল সে তরী

তরুণ অরুণ করে,

দুই ফোঁটা আঁখিজল,

বুঝি, পড়ে ছিল ঝরে।

"আরম্ভ করিনু খেলা,

না হইতে কোন কাজ,

অমনি চলিলে বঁধু,

পরিয়ে বিদায় সাজ !

কোন কুলে, কোন দেশে,

ভিড়াবে তোমার তরী ?

আবার আসিও বঁধু,

আবার আসিও ফিরি।"

দূর অনন্তের কোলে

তরী ত ভাসিয়া যায়,

আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠ

পশে কি শ্রবণে হায় ?

"আসিবে আসিবে ফিরে,"

কে যেন কহিল কাণে,

"থাক এ অনন্ত তীরে,

থাক বসে সুলোচনে।"

কত তরী বয়ে এল,

কত তরী বয়ে যায়,

আমার বঁধুর কথা
কেহ ত বলে না হায়।
পাগলিনী, পাগলিনী;
কেহ উন্মাদিনী বলে,
কেহ হাসি উপহাসি,
চরণেতে যায় ঠেলে।
করুণ কাহার প্রাণ,
শুনিয়া কাহিনী মোর,
নীরবে সহিয়া ব্যথা,
ফেলে যায় আঁখিলোর।
নাহি জানি, নাহি জানি
কি মোরে ভাবে গো তারা,
হেরি, হেরি, হেরি সব,
আমি হই আত্মহারা।
কোথায় নিদয় বঁধু,
সে দেশ কি এত প্রিয়?
আমা হ'তে কোন জন,
পেয়েছ কি সাথি শ্রেয়?
খেলিছ খেলিছ খেলা,
ভুলিয়া অতীত কথা,
মনে নাহি পড়ে আর,
আছে গো ঘুচাতে ব্যথা।

রেখে গেছ কি দশায়,
বল আছে কি সম্বল,
তোমার ও স্মৃতি টুকু,
আর, ছাড়া আঁখি জল?
আমার কাতর গান
পশে না তোমার কানে,
আমার হৃদয় ব্যথা
বাজেনা তোমার প্রাণে।
বৃথা আশা, আর কেন,
ফুরায়েছে সব খেলা!
তোমারি উদ্দেশে আজি,
ভাসাই অনন্তে ভেলা।

৩১শে শ্রাবণ, ১৩০৭।

পাপিয়া।

গা'রে আবার পাখি,
গা'রে আবার গান,
জাগাইবে ব্যথা প্রাণে
তোমার বিষাদ তান।
হৃদে যার ব্যথা জাগে,
সেইত বুঝে গো ব্যথা,

অপরে বুঝিবে তাকি ?
তাদের কথার কথা।
আমি চাহি বুঝি যারে,
নিখিল ক্রন্দন ধ্বনি,
কার প্রাণে কোন ব্যথা,
কত টুকু, কত খানি।
মাধবী ও লতাবনে
কেন মুখ ঢেকে রয়,
শেফালী আঁধারে ফুটি,
কেন গো ঝরিয়া যায় !
কালিমার রেখা কেন
সাঁঝের বদনে হেরি,
কাল আঁখি কাদম্বিনী
কেন কাঁদে ঝর ঝরি !
কবির বীণায় কেন,
উঠে গো কাতর তান,
কি ব্যথা জানায় ওই,
ছল ছল দু নয়ান।
পাগলিনী, উন্মাদিনী,
ওই ওই ধেয়ে যায়,
কি দুখ তাহার হৃদে,
সদাই লুকান রয় ।

শশ্মানে, চিতার পাশে,
কি ব্যথা কাঁদিয়া মরে,
তোমার করুণ গানে,
সকলে লইব ধরে।
গলিবে পাষাণ হৃদি,
বহিবে নয়ন লোর,
পরাণের ব্যথা বুঝে
পরাণ হইবে ভোর।
গা'রে আবার পাখী
গা'রে আবার গান,
বাজুক আমার প্রাণে
তোমার বিষাদ তান!

৩১শে শ্রাবণ,

বিদেশিনী।

বিদেশিনী, কহ লো আমায়,
এ মোর প্রবাসী প্রাণে কেন ধরে রাখ টেনে,
দুদিনে ফিরিতে হ'বে আলয়।

বাহু ডোরে মিছে ও বন্ধন!
শুনায়ে প্রেমের কথা ভুলাতে নারিবি বৃথা,
ভুলাতে নারিবে তোর কাতর ক্রন্দন।

আছে তব রূপরাশি ঐশ্বর্য্য অতুল;
যত দিন হেথা রই, বাসনা মিটায়ে সই,
ভাসিতে পারি গো সুখে,—একুল ওকুল।

জানি আছে সাধের বাগান,
যতনে তুলিয়া ফুল, গাঁথিয়া বিনোদ দুল,
সোহাগে সাজাতে পারি তব দু'টি কাণ।

আছে তব কনক তরণী,
তোমারে বসায়ে তায়, ভাসাইয়া যমুনায়,
পারি যেতে গান গেয়ে, বেয়ে দাঁড় টানি।

যামিনী হাসিলে শশী করে,
নিভৃতে নিকুঞ্জ বনে, হৃদি রাখি হৃদাসনে
চুমিয়া অমিয়া পিতে পারি গো অধরে,

অবহেলে কর যদি মান,
শত বার পায়ে ধরে সাধিতে পারিও তোরে,
আপনার প্রাণ পদে করে দিয়ে দান।

কিন্তু, সখি বলি এই বেলা
এ সব দুদিন তরে আমারে ডাকিলে পরে
নিমেষে চলিয়া যাব ভেঙ্গে দিয়ে খেলা।

পাগলিনী হইবি সজনি,
সুখ কোথা যাবে, কি লয়ে রহিবি ভবে!
বৃথাই দোষিবি মোরে ওগো বিদেশিনী।

কোথা আমি, কে মুছাবে লোর?
তাই বলি, তাই বলি এখনো যাওগো ভুলি,
লহ লহ লহ খুলি প্রণয়ের ডোর।

৩২শে শ্রাবণ. ১৩০৭।

আমার কথা।

ফুল, তুমি ফুটিও না ওরে.
দুদিনেরি পরে যদি জান যাবে ঝরে,
পিকবধূ গাহিও না গান,
বসন্ত কাটিলে যদি করগো পয়ান;
ক্ষণিকের হাসি, আর
ক্ষণিকের গানে

ব্যথাই আনিয়া দেয়

আমার পরাণে।

চাঁদ, তুমি হাসিও না আর

অমার আঁধারে যদি লুকাবে আবার

নদী তব থাক কল তান,

নিদাঘে যদিগো হ'তে হয় ম্রিয়মান।

প্রণয়ির প্রেম চাই

আমি চির তরে,

তিলেক বিচ্ছেদ হ'লে

যাইব যে মরে!

৩২শে শ্রাবণ, ১৩০৭।

যাবে যদি যাও।

যাবে যদি যাও!

যত টুকু হাসি, আর যত টুকু গান

দিয়াছিলে

আজি ফিরে লও।

বসন্ত সে কেটে গেল যদি,

ফুল, হাসি কেন মিছে আর?

বৃথা কুহু কুহু তানে
পিক গায় মোহিনী বাহার ;
সে, শুধু বাড়াতে ব্যথা,
স্মৃতি টুকু হৃদয়ে জাগা'য়।
যামিনী হাসে কি কভু,
চাঁদিমা ডুবিয়া গেলে রাখি তারকায় ?
তুমি যাবে,
তব হাসি গান রবে শুধু বাড়াতে বেদনা ;
তোমার মুরতি আসি
বেড়াবে হৃদয়ে ভাসি,—
লাগিবে দারুণ তৃষা, কোথা জলকণা !
তাই বলি
যাবে যদি যাও,
আপনার প্রাণ ফিরে লয়ে
মোর প্রাণ ফিরে দিয়ে যাও।

৭ই ভাদ্র, ১৩০৭।

কি পাইনু হায়।

কি পাইনু হায় !
সমস্ত জগৎ ভুলে নিনু তোরে বুকে তুলে,
প্রীতির প্রতিমা খানি ভরা সুষমায়।

কি পাইনু হায়!
কত হাসি! কত গান! তোমারে করেছি দান
কত প্রেম উপহার যুথি মালিকায়!
কি পাইনু হায়!
সারাটা বসন্ত ধরি কত গাথা রচি' তোরি,
কাটায়েছি তোরি ধ্যানে শত পূর্ণিমায়,
কি পাইনু হায়!
তোরে ভালবাসা দিয়ে ছিনু আত্মহারা হয়ে,
জগৎ লইল লুটে যা' ছিল যথায়,
কি পাইনু হায়!
নিতান্ত কাতর দীন, সাজিয়া ভিখারী হীন,
ফিরিতেছি দ্বারে দ্বারে দিবস নিশায়,
কি পাইনু হায়!
সহে যাই নত শিরে, নীরবে মুছিয়া নীরে,
কত উপহাস হাসি কত উপেক্ষায়,
কি পাইনু হায়!
তোমারি আশ্বাসে ভুলি, বড় সাধে তরী খুলি
অসীম অনন্ত নীরে দি'ছিনু ভাসায়,
কি পাইনু হায়!
কোথায় প্রবাল দ্বীপ? আলোড়িয়া দশ দিক্
তরঙ্গ আসিছে ছুটে গ্রাসিতে আমায়!
কি পাইনু হায়!

এই কি গো প্রতিদান? এই কি প্রীতির দান?
আঁধার আসিছে নামি, আজি কে কোথায়!
কি পাইনু হায়!

৪ঠা আশ্বিন, ১৩০৭।

প্রতিশোধ।

আমি চিনি না, তোমারে চিনি না।
কোন তরুণ উষার করুণ কিরণে
গিয়াছিনু আমি আকুল পরাণে,
তোমারি দুয়ারে চরণে সঁপিতে
আপনা,
আমি জানি না।
আমি চিনি না, তোমারে চিনি না।
আমি পরিব না তব যুথিকার হার,
চরণে ধরিয়া মিছে কেন আর,
বৃথা ও মিনতি, পাষাণ হৃদয়ে
বাজেনা
তব বেদনা।
আমি চিনি না, তোমারে চিনি না।
হেতা কত জনে আসে, কত ফিরে যায়,

আপনারে আমি নাশিব কাহায় ;
পশে না শ্রবণে তাদের কাতর
যাচনা,
কভু পশেনা।
আমি চিনি না তোমারে চিনি না।
আমি রচিয়াছি হেতা শান্তি-কানন,
আপনার ধ্যানে আপনি মগন,
পরের পরাণ, পরের প্রণয়
চাহি না ;
—সে যে যাতনা।
আমি চিনি না, তোমারে চিনি না।
যদি, ফিরাতে পেরেছ, তবে ফিরে যাও,
মরমের ব্যথা আজি বুঝে লও ;
ছিঁড়েছি বাঁধন, বাঁধিতে কাহারে
দিব না
আর ভুলি না।
আমি চিনি না, তোমারে চিনি না।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

পরিত্যক্ত।

তবে, দেখা দিয়া কিবা ফল!
যদি পরাণের ব্যথা বুঝাবারে গিয়ে
পরাণে মরি কেবল,
তবে দেখা দিয়া কিবা ফল!
সেত চাহিবে না ফিরে, যা'বে সরে দূরে
আমার হৃদয় যাবে ভেঙ্গে চুরে।
মরমে মরি কেবল,
শুধু ফেলিব কি আঁখি জল?
তবে দেখা দিয়া কিবা ফল!
তবে দেখা দিয়া কিবা ফল
যদি নিজ সুখ তরে পরের পথের
কাঁটাই হই কেবল।
তবে দেখা দিয়া কিবা ফল!
সেত ভেসে যায় সুখে, আছে বুকে বুকে
আমি তার মাঝে যাব কোন্ মুখে?
আঁখিতে ভরিয়া জল
শুধু প্রাণে দিতে হলাহল!
তবে দেখা দেখা কিবা ফল!

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

মিলন স্বপ্ন।

ক্লান্ত রবি শ্রান্ত হয়ে ফিরিবে যবে ভবনে
অাঁধার আসি ঘনাবে তরু ছায়ে,
সাঁঝের বায়ে উঠিবে ফুটি' মাধবী বন-বিতানে,
সুরভি তার মাখিয়া তব গায়ে
আসিও তুমি বনের পথে, করুণ অাঁখি তরুণি,
প্রাণের বধূ ভরসা বাঁধি বুকে,
যমুনা ধারে তোমারি তরে রাখিব বাঁধি তরণী।
ভাসিয়া যাব দুজনে খুলি' সুখে,
তাহার পর, জগৎ যদি পাষাণ হেন হৃদয়ে
ফিরিয়া চায় কঠোর অাঁখি তুলি,
কঠিন করে ধরিয়া গলে দেয় গো যদি তাড়ায়ে,
ক্ষতিই কি তা, হাসিয়া যাব চলি।
দূরের দেশে, বহু সে দূরে, জগৎ রাখি পিছে গো,
—যেথায় নাহি কঠোর কোন প্রাণ,—
শ্যামল সেই বনের মাঝে, তটিনী তট কাছে গো,
—মধুর স্বরে গায় যে সদা গান—
কুটীর মোরা বাঁধিব দোহে মাধবী লতা জড়ায়ে,
সেফালি দ্বারে রোপিয়া দিব আমি,
নিতিই নব কুসুম তুলি অলকে দিব পরায়ে,
গাঁথিয়া মালা গলেতে দিও তুমি।

ময়ূর সাথে ময়ূরী কত নাচিবে আসি দুয়ারে,
পাপিয়া কত গাহিয়া যাবে গান,
আমরা দোঁহে আকুল হ'য়ে ভাসিব প্রেম পাথারে!
—বিরহ কভু দিবে না ব্যথা দান।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

কৃতদাস।

কেমনে করিলে মোরে তব কৃতদাস?
হে চারুহাসিনী!
কি দিয়ে কিনেছ তুমি সর্ব্বস্ব আমার
আমি ত জানিনি।
তোমারি ইঙ্গিতে মোর কণ্ঠ উঠে ফুটি,
গেয়ে উঠি গান,
তোমারি আদেশে হেরি বিশ্বভরা হাসি
মেলিয়া নয়ান,
তুমিই রেখেছ মোর সমস্ত হৃদয়
রুধি অনিবার,
কি সাধ্য নেই গো আমি পর করে সপি
কণা মাত্র তার।

তোমারি তুষিতে মন ব্যস্ত আছে সদা

পদাশ্রিত প্রায়।

কণিকা থাকিলে পথে দেই বুক পাতি,

পাছে বাজে পায়।

যদিই লয়েছ দেবি দয়া করে মোরে,

সেবিতে চরণ,

বিদায় দিও না কভু অকরুণা হয়ে,

—সেবি আজীবন।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

শ্রান্ত পান্থ।

শ্রান্ত পথিক!

যেওনা, তুমি যেওনা।

ওই আঁধার নামিছে চারিধার,

বাদল ঢালিছে বারিধার,

আজিকের মত আমার কুটিরে

এসনা।

শ্রান্ত পথিক!

যেওনা, তুমি যেওনা।

ওই সমুখে বিজন ঘন বন।

হারাইবে পথ অকারণ,
প্রতি পদে পদে চরণে বাজিবে
বেদনা।

শ্রান্ত পথিক!
যেওনা, তুমি যেও না।
ওগো, নয়ন তোমার কি যে বলে,
বদনে কি যেন মায়া খেলে!
কাড়িয়া লয় যে আমার প্রাণের
আপনা।

শ্রান্ত পথিক!
যেওনা, তুমি যেওনা।
আমি তোমায় দিয়াছি নিজ প্রাণ,
চাহিনাক তার প্রতিদান,
আজিকার মত চরণ সেবিতে
দিও না।

শ্রান্ত পথিক!
যেওনা, তুমি যেও না।
ওগো, হেতা সুখে কেটে যা'বে নিশি,
আমি হয়ে রব তব দাসী,
সেবিব চরণ রবে না বেদনা,
রবে না।

শ্রান্ত পথিক !
যেও না, তুমি যেও না।
তুমি প্রভাত হইলে যেও চলি';
স্মৃতি ল'য়ে শুধু র'ব খালি,
তোমারি চরণ করিব সদাই
কামনা।
শ্রান্ত পথিক !
যেও না, তুমি যেও না।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

নদীপথে।

প্রভাত বায়ু বহিয়া যায়, স্বপ্নালস ছড়ায়ে,
নদীর বুকে তুলিয়া শত লহরী,
বকুল ডালে কোকিল বধূ পাতার আড়ে লুকায়ে
কুহু স্বরে উঠিল ওই কুহুরি;
বনের ফুল, ভাসায়ে কুল বিলায়ে দিল সুরভি,
মধুর হাসি হাসিয়া কম অধরে,
তরুণ রবি করুণ করে আধেক ফোটা করবী
চুমিছে আসি সিক্ত শীত নীহারে।
এ হেন কালে, নদীর জল কাঁকেতে লয়ে গাগরী,
আমারি সেই আসিছে বুঝি গাহনে,

নূপুর রবে শরীর মোর উঠিল যেন শিহরি,
তড়িৎ বেগে খেলিয়া গেল পরাণে!
তৃষিত পাখী দুইটী আঁখি পড়িল তার বদনে,
কি জানি, তা'তে মিটিল কি না পিয়াসা;
নিমেষে তার নয়ন দু'টি পড়িল মোর নয়নে,
সরমে বালা ফিরাল মুখ সহসা!
উঠিল বালা গাহন করি, সিক্ত নীল বসনে,
ভরিয়া বারি লইয়া কাঁকে গাগরী,
বনের পথে ফিরিল ধীরে চাহিয়া নত নয়নে,
—উছলী পড়ে শরীর হ'তে মাধুরী!
আমারি, সেই বকুল তলে, চকিত হয়ে সহসা
নয়ন দু'টি পড়িল তার নিমিখে,
আধেক মোদা আধেক ভাষা, স্বপন ঘোরে বিবসা,
বাজিয়া মোর উঠিল যেন সমুখে;
বুঝিতে তাহা পাগল হয়ে আপনা গেনু হারায়ে,
—সেও কি তবে আমারে বাসে ভাল গো?
নয়ন তুলি তাই কি মোরে সে কথা গেল জানায়ে,
—আমিই তার হৃদয় করি আলো গো!

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৭।

—

সংযম।

আবার কেন কুসুম চাহে ফুটিতে হৃদি মাঝারে
আমি যে তারো করেছি মরুময়!
যে বনে ফুল ফুটিত সদা, নিতিই নব বাহারে
ঢেকেছি তারে তপ্ত বালুকায়।
চাহিনা, ফুল চাহিনা, তব মধুর হাসি মাধুরী,
সুরভি লয়ে পুরিতে নিজ প্রাণ,
কি জানি, যদি লুকায়ে রহে নিভৃত কোণে তোমারি
কঠিন কীট করিতে ব্যথা দান!
ডুবিব কিগো সহসা, আসি ভাসিতে সুখ পাথারে?
ভাঙ্গিয়া যাবে সাধের গড়া তরী!
ফুলের হাসি মিশায়ে গিয়া, ভীষণ ফণী সজোরে
দিবে কি হৃদে তিক্ষণ্ ক্ষত করি?
সহেছি ক্ষত কহ সে বার দগ্ধ হৃদি আমার এ
মরুর মাঝে রেখেছি তাই প্রাণ;
মধুর হাসি হাসিয়া তুমি ভুলাতে চাও কাহারে
জ্বলিত চিতা অনলি করে দান।
মরুর মাঝে ফুটিতে চাও বৃথাই আশা-দুরাশা;
শুকাবে তুমি, শুকাবে তব লতা,
হেথায় শুধু কঠিন প্রাণ নাহিক কোন ভরষা,
পাষাণে পড়ি বুঝিবে কঠোরতা।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩০৭

প্রমথ।

নহে যবে অরুণের তরুণ কিরণে
উদ্ভাসিত হয় মোর সমস্ত গগণ,
নহে যবে প্রাণ প্রিয় কোকিল কূজনে
মুখরিত রহে মোর মঞ্জু কুঞ্জ বন,
নহে যবে চপলার চরণ চঞ্চল
দৃঢ় ডোরে বাঁধা থাকে আমার দুয়ারে,
তোমারে চিনেছি আমি হে বন্ধু অখল,
চির অকৃত্রিম; কিন্তু সেই মহাঘোরে,
বিষাদ আঁধার যবে নামি এল মোর
গৃহ চারি পাশে, ডাকিনু কাতর প্রাণে,
ক্ষীণ আর্ত্তস্বরে,—কে আছ মুছাতে লোর।
সে কণ্ঠ পশিল প্রিয় শুধু তব কাণে;
মাতৃস্নেহ ভ্রাতৃস্নেহ ঢালি একাধারে
চরম পরীক্ষা তব দিলে বন্ধুবরে!

১২ই পৌষ, ১৩০৭।

নরেন্দ্র।

দীনা জন্মভূমি কোলে উজ্জ্বল রতন
তুমি, হে বন্ধু আমার; চির আকাঙ্ক্ষিত

গৌরব জননী বক্ষে করিয়া ধারণ
চুমে তোমা শতবার, ঝরে অবিরত
হের তপ্ত বারিকণা আঁখি হ'তে তার;
ক্ষীণ হৃদয়ের সেই মৌন আবেদন!
তোমারে কহিছে সদা "হে পুত্র আমার
দীনতা ঘুচাও মোর, পাতি সিংহাসন
আমারে বসাও তাতে সাম্রাজ্ঞির বেশে"।
সেই ভিক্ষা ধরি বক্ষে হও আগুসার
আপন জীবন পথে; কোন নিশি শেষে
অবশ্য আনিবে রবি ভরষা আমার
ঘুচাতে আঁধার ঘোর; প্রীতিপূর্ণ হিয়া
তোমারে পূজিবে সবে দেবতা মানিয়া।

১২ই পৌষ, ১৩০৭।

কৃতঘ্ন।

কোন মুখে নিন্দ তুমি ওরে কুলাঙ্গার
তোমার জনম ভূমে! প্রতি রক্ত ধার
বহিছে যা অহরহ তব ধমনিতে,
তাঁহারি সে বক্ষজাত শস্য-স্তন্য হ'তে
করেছ সঞ্চয়। কোন্ প্রাণে পদাঘাতি

মা'র বক্ষ মাঝে চলে' যাও দূরে অতি
কোন নব দেশে, গৌরব সৌরভে যা'র
পূর্ণ আজি ধরা, হেরিয়া দীনতা তাঁর?
তব জন্মভূমি যদি দীনহীনা হয়
তোমারি সে দোষ মূর্খ জানিও নিশ্চয়।
যতই গরিমা তব করগো প্রচার
জননীর তপ্তনীরে হ'বে তা অঙ্গার;
তোমার থাকিতে অর্থ দীনা রে জননী!
কৃতঘ্ন তুমি সে ঘৃণ্য ঘোষিবে অবনী।

১৩ই পৌষ, ১৩০৭

মাতৃ ভূমি

তুমি চির-স্বর্গ মোর অয়ি মাতৃভূমি!
তোমার পবিত্র ধূলি শতবার চুমি
আকাঙ্ক্ষা মিটেনি কভু। দেশে দেশে ঘুরে
দেখিয়াছি বহু স্থান সুরম্য নগরে,
প্রাসাদ শোভিত কত কেলি-কুঞ্জ-বন,
লাজে নত যার কাছে ইন্দ্রের নন্দন;
দেখিয়াছি প্রকৃতির কত শত শত
প্রিয় ক্রীড়া ভূমি, কিন্তু, কভু নাহি মাতঃ

হ'ল এ হৃদয়ে মোর সে শান্তি সঞ্চার,
তব কোলে থাকি যাহা ভুঞ্জি অনিবার।
তোমার সে বৃক্ষ বট দীর্ঘিকার জল,
উদার সে পথ ঘাট প্রান্তর শ্যামল,
সব চেয়ে প্রিয় মোর জননী আমার;
এ জগতে নাহি হেরি উপমা তাহার।

১৩ই পৌষ, ১৩০

মায়াবী।

আজিও চিনিনি তোমা, কে তুমি মায়াবি।
কভু অকরুণ, কভু পূর্ণ অনুরাগী,
কভু কর পদাঘাত ধরিলে চরণ,
কভু এস মোর দ্বারে করি অন্বেষণ
আমারে ধরিতে বক্ষে, যাচি' শতবার,
চুম্বনে ঢাকিয়া দাও বদন আমার,
দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধি উন্মাদের প্রায়
কত কথা বলে দাও উন্মুক্ত হিয়ায়।
প্রেমের আবেগ ভরা জ্বলন্ত সে ভাষা
হৃদে মোর আনি দেয় কত দীপ্ত আশা!
তোমারে বাঁধিনু ভাবি আমি চির তরে,
কিন্তু হায়, দুদিনেই দূরে পড়ে সরে!

পরে কভু দেখা হ'লে, নিতান্ত সঙ্কোচে
পাশ দিয়া চলে' যাও প্রহেলিকা রচে'।

১৩ই পৌষ, ১৩০৫।

বিলম্বে।

গগন হয়েছে সঘন আঁধার,
মেঘে মেঘে ঘিরিয়াছে চারিধার,
জাগিয়া উঠেছে অকুল পাথার
নৃত্য করি।
খুলনা তরী
ও সুন্দরি!

বীজলি উজলে থাকি থাকি থাকি,
ভীষণ অশনি সাথে উঠে ডাকি,
বুকের মাঝারে কাঁপে প্রাণ পাখী
যে থর থরি।
খুলনা তরী
ও সুন্দরি!

উঠে ঢেউ যেন চুমিল আকাশ,
পড়িছে তরঙ্গি তুলি ফেন রাশ,
আসে বেগে পৃথ্বী করিতে গরাস
কুলেরোপরি।

খুলনা তরী
ও সুন্দরি!
হুতাশ জেগেছে প্রাণে ধরণীর
লণ্ড ভণ্ড প্রকৃতি অথির,
বহিছে ঝঞ্ঝা গরজি গভীর
প্রলয় করি।
খুল না তরী
ও সুন্দরি!
আগে যারা গেছে ভেসে গেছে সুখে,
তখন বাতাস বহিল সুদিকে,
পাল তুলে দিয়া থির নীর বুকে
গাহিয়া সারি।
খুল না তরী
ও সুন্দরি!
প্রভাত অরুণ উঠিল যখন
আমরা ঘুমানু আলসে তখন,
বৃথা ডেকে ডেকে কত শত জন
গেল গো ফিরি!
খুল না তরী
ও সুন্দরি!
বেলা বয়ে গেছে জাগিনু সে যবে,
ছুটে এনু তীরে পারে যেতে হবে,

কাল বৈশাখী উঠিল গরজে
হুহুঙ্কারি।
খুল না তরী
ও সুন্দরি!
যারা পারে গেছে তারা যাক ভাই,
আমাদের আর যেয়ে কাজ নাই,
এ পারেই এস খুঁজিবারে ঠাঁই
ঘুরিয়া মরি!
খুল না তরী,
ও সুন্দরি!

১৫ই পৌষ, ১৩০৭।

অপেক্ষা।

সাথীর তরে বসিয়া আছি,
যাত্রা নাহি হ'ল;
প্রভাত কবে চলিয়া গেছে,
—দুপুর হয়ে এল।
সমুখে সেই অসীম নীর,
বুকেতে নাহি ভরসা থির,
কেমন করে একলা তরী

ভাসায়ে দিব বল !
দেখা না কেহ দিল।

ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্র অতি
মোর ক্ষুদ্র তরী,
রাখিতে তারে পারি কি একা
তুফান হ'লে ভারি।
যদি গো পাই দেখা সে কার
সঁপিয়া তারে হালের ভার,
ফেলিয়া দাঁড় সুখেতে ভাসি'
গাহিয়া যাব সারি :
কিছুতে নাহি ডরি।

তুফান যদি এতই বাড়ে
ডুবায় তরী জলে।
ক্ষতিই কি তা, সুখই আছে
এমন করে মলে।
একই সাথে দুইটী প্রাণ
উঠিবে গাহি মরণ গান,
আঁধার পথে ধরিয়া হাত
সাহসে যাব চলে,
সকল ব্যথা ভুলে।

পারুক যত বাড়ুক বেলা ;
ভাসাব না'ত তরী,

ভৈরবী।

একাকী কভু অসীম নীরে
বসেছি পণ করি।
আশা কি নাহি মিটিবে হায়!
বিলম্বেতে সুফলি পায়;
—আমার বুঝি মিলিবে সাথী,
চরণ ছুঁয়ে যা'রি
তুফান যা'বে ম'রি'।

১৬ই পৌষ, ১৩০৭।

ভৈরবী।

লহ, লহ, লহ সখি সাধের যুথিকা হার,
প্রেমের সুরভি রাশি ভাসে তায় অনিবার।
বিরহ বিধুরা বালা
ঘুচিবে সকল জ্বালা,
হৃদয়ে ভাতিবে আলা, শুকা'বে নয়ন ধার।
আজি এ বিজন বনে
বসন্ত সমীর সনে
তাহারে আনিবে প্রাণে,—যে তব জীবন সার
কুহরি উঠিবে পিক
মুখরিয়া দশ দিক,
ঢালিবে পূর্ণিমা শশী বিমল কিরণ ধার।

প্রাণে প্রাণে মিশি' গিয়া
গাহিয়া উঠিবে হিয়া,
শুধো, শুধো সে সময়ে তোমার প্রেমের ধার!
১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৭।

মিশ্র বেহাগ।

চল চল চল উজলি বিমল
শোভন ভূষণ সাজে,
রিণিকি রিণিকি ঝিণিকি ঝিণিকি
নূপুর চরণে বাজে।
ওই শুন শুন বাজিছে বাঁশরী
বিরহ বিধুর পরাণ পাগরী!
গেহ পরিহরি চল ত্বরা করি
পাশরি ভরম লাজে।
মুগধা যমুনা বহিছে উজান
প্রাণে প্রাণে তার লাগিয়াছে টান!
বাধা কি গো মানে আমাদের প্রাণ,
ভাসিব প্রবাহ মাঝে।
কুঞ্জ-কুটীর উঠিবে উজরি,
গা'ব মোরা সবে নবীনা নাগরী,

ঘিরি' ঘিরি' ফিরি' ব্রজের শ্রীহরি,
প্রেম ভিখারিণী সাজে!
'হৃদয়ে খেলিবে জোছনা আলোক,
জোছনা আভায় ছাইবে ভুলোক;
হারায়ে আপন ভাসিব তখন
পুলক পাথার মাঝে।

১৮ই শ্রাবণ, ১৩০৭।

ঝিঁঝিট।

আমি নিতি নিতি তাই আসি প্রাণ সই
কুঞ্জ-কুটীরে হেরিতে রে!
তোর তরুণ নয়নে করুণ চাহনি,
অধরের মৃদু হাসি রে,
মরি, প্রতি পলকেতে কি মাধুরী ভায়!
বদনে সুষমা ভাসে রে!
মোর নয়ন চকোর হয়েছে পাগল,
পিয়ে আশা নাহি মিটে রে।
সখি, রবির কিরণ তুহিনে গলায়,
নির্ঝর তায় ছুটেরে!
তব বিমল বিভার হৃদি দ্রবি' মোর
বিশ্ব প্লাবিতে ধায় রে!

মাধবী।

ওগো কুসুমের বাস নহে চিরকাল,
দু'দিনে মিশায়ে যায় রে!
তব প্রেমের সৌরভ আমার হৃদয়ে
চিরদিন ভরি' র'বে রে।
সখি, তোমার চরণে এ জনম সই
স'পিয়া দিয়াছি প্রাণ রে,
শুধু তোমারি আশায় রহিবে হৃদয়,
তব সুখ-স্রোতে ভাসি' রে।

২০শে শ্রাবণ ১৩০৭।

বেহাগ।

কেন প্রাণ চায়,
তার অতীতের স্মৃতি আনি নিতি নিতি,
আমারে কাঁদাতে হায়!
সেই চকিত পলকে আঁখির মিলন!
হৃদি দিয়া তার হৃদি পরশন!
সেই হসিত বয়ানে সলাজ ছলন,
প্রণয়ের ভাষা চয়!
সেই হৃদয় নিকুঞ্জে প্রেম অভিসার
ছায়া দিয়া গড়া প্রতিমা তাহার!

সেই নীরবের ভাষা নীরবে বুঝিয়া
নীরবেতে অভিনয়!

৯ই আশ্বিন, ১৩০৭।

মাধবী রাণী।

শত শতদলে গড়া,
জোছনা ভূষণ গায়,
উষার নবীন আলো
যুগল কপোলে তায়,
দুইটী নয়ন কোণে
স্থির সৌদামিনী রাজে,
যুথিকার মৃদু হাসি
কম অধরের মাঝে!
কুঞ্চিত কুন্তল পাছে
পড়িয়াছে এলাইয়ে,
পূর্ণিমার পাশে যেন
অমানিশা লুকাইয়ে!
কণক চম্পকে গড়া
দুল দুটি কাণে দোলে,
নীহার মুকুতা ওই
নাসা আগে ঝলঝলে,

মাধবী।

স্বরণ লতিকা তুলি
যতনে জড়ায়ে তায়
পরেছে মৃণাল ভুজে,
—হেম-বালা লাজ পায়!
নিতম্বে মেখলা খেলে
ইন্দ্রচাপ রূপ ধরি,
চরণে মঞ্জীর বাজে
যমুনা লহরী ঘিরি',
ফুটন্ত বকুল মালা
সোহাগে উরষে দোলে,
বিশ্বের মাধুরী যেন
তাহাতে বেড়ায় খেলে!
স্বরগের পারিজাত
সুরভী মাখান গায়,
কোকিল পঞ্চম তান
কনক বীনায় গায়;
অমল বিমল মূর্ত্তি,
বিশ্বপ্রাণ পাগলিনী,
প্রেমিকের প্রাণ ধন
আমার মাধবী রাণী!

১৯শে শ্রাবণ, ১৩০৭।

অবসান গান।

এই শেষ, আর কিছু
গাহিবার বাকি নাই,
তোমারি চরণে দেবী
আজিকে বিদায় চাই।
থেক, থেক চিরদিন
আমার মাধবী-বনে,
গাহিও মধুর গান
ঝঙ্কারি ত্রিদিব বীণে,
যদি কোন শ্রান্ত পান্থ
দাঁড়ায় বিতান তলে
ঢালিও মদিরা তব
প্রাণ যেন যায় গ'লে!
বড় সাধ আছে মনে,
পূরিবে কি এ জীবনে?
অথবা হইবে ছাই
শ্মশানে চিতার সনে?
আবার আসিব দেবি
পূজিতে তোমায় আমি
'চন্দ্রিকা' কুসুম ল'য়ে—
কোন পূর্ণিমার যামি,

মাধবী।

চেও চেও [illegible] সম্মুখে।

দাসের মুখের পানে

ফিরিতে না হয় যেন

অশ্রু লয়ে দুনয়নে।

৩০শে শ্রাবণ, ১৭ ৮